ইত্তেফাক

092

তারিখ 15 JUN 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নকল প্রসঙ্গে

সারাদেশে ইদানীং উচ্চ মাধ্যমিক (নকল) পরীক্ষা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ইহার আয়োজন করিতেছে দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া সারাদেশে এইবার যে অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহাতে সমাজের বিবেকবান কিছু ব্যক্তি আতঙ্কিত হইলেও বোর্ডগুলি বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মোটেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। বছর বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই যেন তাহাদের কর্মসাধন হয়। সত্যিকারভাবে সারাদেশে কি অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দেখার জন্য তাহাদের তেমন 'ফুরসৎ' বা 'গরজ' আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রশ্ন জাগে, আমরা সত্যিই কি বাঁচিয়া আছি, না মরিয়া গিয়াছি! অনুভূতিহীন দেহমন নিয়া জাতির এই চরম ধ্বংস দেখার আগে বোর্ডগুলির বিলুপ্তিসাধন কি শ্রেয় ছিল না? জানি, বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনেককিছু বলিতে চাহিবেন। কিন্তু, জাতি যদি তাহাদেরকে জাতি ধ্বংসের নীল নকশার অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তবে তাহারা কি পার পাইবেন? শিক্ষা ও পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বোর্ডগুলির তেমন জোরালো ও দায়িত্বশীল ভূমিকা আছে কি? বিভিন্ন শহর রক্ষার জন্য নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়, কিন্তু জাতির এই ভাঙ্গন ও অবক্ষয় রোধ করিয়া তাহাকে রক্ষার জন্য তেমন বাঁধ দেওয়ার কোন তৎপরতা তাহাদের আছে কি?

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংস হইয়া যাওয়া দেখিয়াও আমরা হাত ধরিয়া তাহাদের ফিরাইতে চেষ্টা করিব না? প্রচেষ্টা নিব না সত্য ও সুন্দর পথে উত্তরণের? যুব সমাজকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার এ চরম প্রক্রিয়া একটি স্বাধীন জাতির জন্য কিভাবে সম্ভব হয়, বুঝি না! আমরা কি এখনও পরাধীন? ঔপনিবেশিক শক্তি কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঘুন ধরাইয়া আমাদের ধ্বংস করিয়া দিতে চাহিতেছে?

সারাদেশে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যে নকল চর্চা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে সমগ্র জাতি আজ আতঙ্কিত। অন্যায় করিয়া লজ্জিত হওয়ার সে মূল্যবোধও আজ অবলুপ্ত। নির্লজ্জতার গভীর অন্ধকার আমাদেরকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। এমতাবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, অন্ততঃ শিক্ষা ক্ষেত্রটাকে কলুষমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা নিন, জাতির মেরুদণ্ডটাকে এমনভাবে ভাঙ্গিয়া দিবেন না। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির উপর শীঘ্রই এক জাতীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাই। উক্ত বৈঠকে প্রশাসন, শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র প্রতিনিধিদের থাকিতে হইবে। যেকোন মূল্যে আমাদের সন্তানদেরকে বাঁচাইতে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিলম্ব করার সময় আর নাই। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও বুদ্ধিজীবী মহলের আশু সচেতনতা প্রত্যাশা করি।

—হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক,
গ্রাম ও ডাক কনকসার, উপজেলা লৌহজং, জেলা মুন্সীগঞ্জ।